সংবাদ

তারিখ 21 OCT 2012

আইন নিয়ে সরকার ও মালিকদের ভিন্নমত

দুর্নীতি অনিয়ম মালিকানা বিরোধ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে

রাকিব উদ্দিন

'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' কেউই মানছে না। ফলে দুর্নীতি, অনিয়ম, মালিকানা বিরোধ, অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ, ভর্তি ও সনদ বাণিজ্যে নাকাল অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়। আইন উপেক্ষা করে মালিকরা ইচ্ছামতো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) আইন বাস্তবায়নে মাঝে-মধ্যে দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ করছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস অফ বাংলাদেশ-এপিইউবি'র পক্ষ থেকেও বিতর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

এপিইউবি'র নেতারা অভিযোগ করেছেন, এই সরকারের গত চার বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও

- ভর্তি ও সনদ বাণিজ্যে নাকাল অধিকাংশ
- কোন পদক্ষেপ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের

সার্টিফিকেট বাণিজ্য অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, অতীশ

মালিকানা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

মালিকানা : বিরোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি দুর্নীতি ও নানা সংকটে নিমজ্জিত। এসব প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের তাগবাটোয়ারা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় উইং ও ইউজিসি'র বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের পকেটেও ঢুকছে। ফলে তারা করাবরই নীরব-নির্বিকার। দুর্নীতি ও চরম অব্যবস্থাপনার দায়ে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সরকারের আমলে ইউজিসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ও ক্ষমতা দেয়া হলেও সংস্থাটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নিতে পারছে না বলেও সমিতির নেতাদের অভিযোগ।

এ বিষয়ে এপিইউবি'র ভাইস চেয়ারম্যান ও ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার সংবাদকে বলেন, ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হলেও এর কার্যক্রম শুরু হয় আরও দুই বছর আগে। কিন্তু গত চার বছরেও সরকার এই আইনটি কার্যকর করতে পারেনি। মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি'র দুর্বলতার সুযোগে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, অপকর্ম, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, সার্টিফিকেট বাণিজ্য ও মালিকানা দ্বন্দ্ব মারাত্মক রূপ নিয়েছে। এতে সফল ও অপেক্ষাকৃত ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনামও ক্ষুণ্ন হচ্ছে।সরকারের উদাসীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই সরকারের অডিট নেই, ভিজিট (পরিদর্শন) নেই, মনিটরিং নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই'। তবে এপিইউবি'র পক্ষ থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না- এমন প্রশ্নের জবাবে আবুল কাসেম হায়দার বলেন, 'প্রতি বছর দু'বার সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভা হয়। এ সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা-সংকট নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে কিছু প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু আমরা কাউকে আইন প্রয়োগে বাধ্য করতে পারি না'।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মের একটি বড় কারণ হলো শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারের কোন সংশ্লিষ্টতা না থাকা। বর্তমানে সরকার অনুমোদিত ৬২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে অধিকাংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট অকার্যকর। কিছু প্রতিষ্ঠানে আবারও একাধিক সিন্ডিকেট ও ট্রাস্টি বোর্ড, বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেট সভা বর্জন করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড ও সিন্ডিকেট অনুমোদনহীন। এই হ-য-ব-র-ল অবস্থার সুযোগে অদক্ষ ও অযোগ্য লোকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এসব দুর্বলতার সুযোগে নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিসহ বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অসংখ্য ভুয়া সনদধারী।

এদিকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে, কিভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে, আদৌ ক্লাস হচ্ছে কী না এবং না পড়িয়ে সনদ দেয়া হচ্ছে কী না এসব বিষয়ে কোন তথ্য-উপাত্ত নেই ইউজিসি'র কাছে।

এছাড়া আইন অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট, টিচার্স সিলেকশন কমিটি, স্টাফ সিলেকশন কমিটিসহ পাঁচটি কমিটির চেয়ারম্যান হবেন উপাচার্য। কিন্তু মালিকদের অযাচিত হস্তক্ষেপের জন্য উপাচার্যরা ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করেন মাত্র। মালিকদের অনৈতিক ও অযাচিত কর্মকাণ্ড বা হস্তক্ষেপে ভিন্নমত পোষণ করলে উপাচার্যকে পদ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি, গ্রীন ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটিসহ বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইউজিসি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক ও উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ করে সংবাদকে বলেন, 'তাদের একটাই উদ্দেশ্য কিভাবে টাকা উপার্জন করা যায়। আমরা নানভাবে তাদের উৎসাহ দিচ্ছি নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে, কিন্তু তারা নিজেদের মতো করেই এগুচ্ছেন। এ বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করলে কান্নাকাটি শুরু করেন। তারা ট্রাস্টি বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন করছে না। অভ্যন্তরীণ বিরোধে তারা একটি ট্রাস্টি বোর্ড ভেঙে দু'টি করছে'।

বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের কর্মকাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ৪/৫ জন ব্যক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮০ থেকে ১০০টি ক্যাম্পাস স্থাপন করে কার্যক্রম চালাচ্ছে। এগুলোর বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে গেলেই তারা আদালতে যাচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার জন্য অনেক অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধও করা যাচ্ছে না'।